'মুর্তাদ বাহিনীসমূহের সদস্যদের প্রতি বার্তা'

ইমাম ফারিস আয-যাহরানি تقبله الله

আবু মুস'আব আল হানিফ অনূদিত

নিশ্চয়, সকল প্রশংসা কেবল আল্লহর জন্য, আমরা তাঁর মহিমা বর্ণনা করি এবং তাঁর সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর নিকট নিজেদের নাফসানিয়্যাত ও মন্দ আমলের পরিণতি হতে আশ্রয় কামনা করি। আল্লহ যাকে হিদায়াত দেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর আল্লহ যাকে বিপথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে হিদায়াতের পথে আনতে সক্ষম হয় না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল।

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লহকে ভয় করো, যেভাবে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলি ইমরান, আয়াত:১০২)

يَٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। অতঃপর সেই দুজন হতে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। (সূরা নিসা, আয়াত:১)

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ﴿۷۰﴾ يُّصۡلِحۡ لَكُمۡ اَعۡمَالَكُمۡ وَ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَ مَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব, আয়াত:৭০-৭১)

অত:পর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে আল্লহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াহ হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ এর হিদায়াহ। সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে আল্লহর দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। প্রত্যেক নব্য উদ্ভাবনই বিদআহ এবং প্রত্যেক বিদআহই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামের দিকে চালনা করে।

হে আল্লহ, জিবরীল, মিকাইল ও ইসরাফীলের রব, আসমান ও যমিনের স্রষ্টা, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল বিষয়ে অবগত, আপনি আপনার বান্দাদের মধ্যে তাদের মতভেদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করুন। হক্কের ব্যাপারে (তারা যে) ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে, আপনার অনুমতিক্রমে আমাদের সে ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করুন। কেননা আপনিই যাকে ইচ্ছা সরল পথপ্রদর্শন করে থাকেন। অত:পর,

ঈমানের সৈনিক ও রহমানের সেনাদলদের জন্য, এমন বৈশিষ্ট্য যা তাদের (অন্যান্যদের থেকে) পৃথক করে ও (তাদের) নির্দিষ্ট গুণাবলি (উল্লেখ করছি), কেননা তারা আল্লহর কালিমাকে উচ্চকিত ও কুফরের কালিমাকে অবনত করার তরে ফি সাবিলিল্লাহ লড়াই করে। আর তারাই মুসলিমদের ইযযাহর প্রতিরক্ষা এবং তাদের সম্ভ্রম ও সম্পদ রক্ষার জন্য লড়াই করে। তারাই মুসলিম ও দারুল ইসলামের ভূমি রক্ষার্থে দাওলাতুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রতিরক্ষায় লড়াই করে। প্রকৃত অর্থে তারাই তাওহীদ ও ঈমানের সৈনিক। আল্লহ তাঁর কালামে তাদের প্রশংসা করেছেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লহর পথে। (সূরা নিসা, আয়াত:৭৬)

নিশ্চয় আল্লহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের জন্যই তাদের ওয়ালা। আর তাদের বারাআহ আল্লহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের শত্রুদের প্রতি। আর তারা কাফিরদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে না। যদিও তারা তার নিকটাত্মীয় বা (পূর্বের) প্রিয়তম বন্ধু হয়ে থাকে তবুও।

لَا تَجِدُ قَوۡمًا یُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ یُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗ وَ لَوۡ کَانُوۡۤا اٰبَآءَہُمۡ اَوۡ اَبۡنَآءَہُمۡ اَوۡ اِخۡوَانَہُمۡ اَوۡ عَشِیۡرَتَہُمۡ ؕ اُولٰٓئِکَ کَتَبَ فِیۡ قُلُوۡبِہِمُ الۡاِیۡمَانَ وَ اَیَّدَہُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡہُ ؕ وَ یُدۡخِلُہُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِہَا الۡاَنۡہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَا ؕ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡہُ ؕ اُولٰٓئِکَ حِزۡبُ اللّٰہِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ اللّٰہِ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ

আল্লহ ও পরকালে ঈমান আনা কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, আল্লহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদের সাথে মিত্রতা করতে — যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী হয়। আল্লহ তাদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের জান্নাহ-তে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লহ

তাদের প্রতি এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লহর দল। আর জেনে রেখ, আল্লহর দলই সফলকাম। (সূরা মুজাদালা, আয়াত:২২)

নিশ্চয়, হিযবুল্লহ তথা আল্লহর দলই সফলকাম।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوۡۤا اٰبَآءَکُمۡ وَ اِخۡوَانَکُمۡ اَوۡلِیَآءَ اِنِ اسۡتَحَبُّوا الۡکُفۡرَ عَلَی الۡاِیۡمَانِ ؕ وَ مَنۡ یَّتَوَلَّہُمۡ مِّنۡکُمۡ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الظّٰلِمُوۡنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। (সূরা তাওবা, আয়াত:২৩)

قُلۡ اِنۡ کَانَ اٰبَآؤُکُمۡ وَ اَبۡنَآؤُکُمۡ وَ اِخۡوَانُکُمۡ وَ اَزۡوَاجُکُمۡ وَ عَشِیۡرَتُکُمۡ وَ اَمۡوَالُۨ اقۡتَرَفۡتُمُوۡہَا وَ تِجَارَۃٌ تَخۡشَوۡنَ کَسَادَہَا وَ مَسٰکِنُ تَرۡضَوۡنَہَاۤ اَحَبَّ اِلَیۡکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ وَ رَسُوۡلِہٖ وَ جِہَادٍ فِیۡ سَبِیۡلِہٖ فَتَرَبَّصُوۡا حَتّٰی یَاۡتِیَ اللّٰہُ بِاَمۡرِہٖ ؕ وَ اللّٰہُ لَا یَہۡدِی الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِیۡنَ

বলুন, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের নিকটাত্মীয়, তোমাদের অর্জিত সম্পদ আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করছ — যদি তোমাদের নিকট প্রিয় হয়ে থাকে আল্লহ, তাঁর

রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তবে আল্লহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো'। আর আল্লহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। (সূরা তাওবা, আয়াত:২৪)

আর এরাই তারা যাদেরকে আল্লহ তাঁর কালামে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوۡا عَدُوِّىۡ وَ عَدُوَّكُمۡ اَوۡلِيَآءَ تُلۡقُوۡنَ اِلَيۡهِمۡ بِالۡمَوَدَّةِ وَ قَدۡ كَفَرُوۡا بِمَا جَآءَكُمۡ مِّنَ الۡحَقِّ ۚ يُخۡرِجُوۡنَ الرَّسُوۡلَ وَ اِيَّاكُمۡ اَنۡ تُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ رَبِّكُمۡ

হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন কোরো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লহর প্রতি ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত:১)

এরাই হলো তারা যারা কুফফারদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করেন, এমনকি যদি সে কুফফাররা তাদের নিকটাত্মীয় ও প্রিয়তম বন্ধু হয়ে থাকে তবুও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قَاتِلُوا الَّذِيۡنَ يَلُوۡنَكُمۡ مِّنَ الۡكُفَّارِ وَ لۡيَجِدُوۡا فِيۡكُمۡ غِلۡظَةً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُتَّقِيۡنَ

হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতার টের পায়। আর জেনে রাখ, আল্লহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (সূরা তাওবা, আয়াত:১২৩)

তাই তারা আমাদের ভূমিতে মুরতাদ্দীন ও আত-তাওয়ায়িফ আল মুমতানি'আহ এবং (অপরাপর স্থানসমূহে) ইয়াহুদ ও সলিবিয়্যিনদের সাথে লড়াই করছে।

قَاتِلُوا الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوۡنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ وَ لَا يَدِيۡنُوۡنَ دِيۡنَ الۡحَقِّ مِنَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ حَتّٰى يُعۡطُوا الۡجِزۡيَةَ عَنۡ يَّدٍ وَّ هُمۡ صٰغِرُوۡنَ

তোমরা লড়াই কর আহলুল কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যাবত না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযইয়া দেয়। (সূরা তাওবা, আয়াত:২৯)

আর এরাই হলো তারা যারা সলিবিয়্যিন (ক্রুসেইডার), মুরতাদ্দীন ও সকল ত্বওয়াগ্বীতের কারাগার থেকে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সর্বদা আল্লহর রসূলের হাদীস স্মরণে রাখে,

فُكُّوا الْعَانِيَ

তোমরা বন্দিকে মুক্ত করো। (সহিহুল বুখারি)

আর তারা কেবল আল্লহর হুদুদ, তাঁর শারীয়াহ ও তাঁর রসূলের ﷺ খাতিরেই রাগান্বিত হয়ে থাকে।

অন্যদিকে ত্বগূত, সীমালঙ্ঘনকারী ও শাইত্বনের সৈন্যরা রহমানের বিপরীত।

(কবিতা)

'আমাদের সৈন্য তো তারা যারা অগ্রগামী,

আর নিশ্চয় তোদের সৈন্য শাইত্বনের বাহিনী।'

এরা আল্লহর পথে লড়াই করে না, বরং ত্বগূতের পথে লড়াই করে। এরা ত্বগূতের সতর্ক দৃষ্টি ও তাদের নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে কাজ করে। তাদের সুখ-দু:খ ত্বগূতের সুখ-দু:খের সাথে সম্পৃক্ত। দিবারাত্র তারা ত্বগূতদের পাহারা দেয় ও তাদের প্রতিরক্ষা করে। এরাই তারা, যাদের ব্যাপারে আল্লহ তাঁর কিতাবে বলেন,

وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُقَاتِلُوۡنَ فِيۡ سَبِيۡلِ الطَّاغُوۡتِ

আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে ত্বগূতের পথে। (সূরা নিসা, আয়াত:৭৬)

প্রত্যেক ত্বগূতের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। হতে পারে তা গাছ অথবা পাথর নির্মিত, হতে পারে তা কোন কবর (যার উপাসনা করা হয়), অথবা কোন শাসক, নেতা অথবা আইন। প্রকৃতপক্ষে তা ত্বগূত হিসেবে পরিগণ্য। আর যে এর প্রতিরক্ষায় লড়াই করে, সে ত্বগূতের জন্য লড়াইকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর কুফরের কালিমাকে উচ্চকিত করার জন্য যে লড়াই করলো, সে আসমান ও যমিনের রবের প্রতি কুফর করলো। এবার সে যেই হোক না কেন, যেই দেশ বা গোত্র থেকেই হোক না কেন!

وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نسبه

আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ ۚۛ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚۛ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

কিয়ামত দিবসে তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা করো, আল্লহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত:৩)

এ ত্বগূতের সৈন্যরাই ইয়াহুদি ও সলিবিয়্যুনদেরকে মুজাহিদীনদের বন্দুকের গুলির থেকে রক্ষা করে। ত্বগূতরা এদেরকেই সামনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয় যাতে করে এরা ইয়াহুদি, সলিবিয়্যুন ও ত্বগূতদের জন্য মুজাহিদীনদের থেকে বাঁচার নিমিত্তে ঢাল হিসেবে কাজ করে। এরাই মুসলিমদের অত্যাচার, বন্দি ও নির্যাতন করে। এরাই মুসলিমদের সম্ভ্রম ও ইযযাহ বিনষ্ট করে এবং তাদের সম্পদ লুট করে। আর এরাই মাসাজিদসমূহকে উজাড় করে ভেঙ্গে ফেলে ও তাতে আল্লহর নাম উচ্চারণে বাধা দেয়।

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَ سَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ؕ لَهُمْ فِی الدُّنْيَا خِزْیٌ وَّ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আর তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লহর মাসাজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরাণ করতে চেষ্টা করে? তাদের তো উচিত ছিল ভীত হয়ে তাতে প্রবেশ করা। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। (সূরা বাক্বারা, আয়াত:১১৪)

এ ত্বগূতের সৈন্যরাই জিহাদে বাধা প্রদান করে, কুফফারদের ওপর জিযইয়া আরোপ করে না এবং আল্লহর শারীয়াহকে কখনো আংশিক, কখনো পূর্ণাঙ্গরূপে প্রত্যাখ্যান করে থাকে! আর আমি সাম্প্রতিক সরকারের সৈন্যদের বিশেষত আরব উপদ্বীপ, উপসাগরীয় দেশসমূহ ও ইয়ামানের নেতাদের সৈন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তোমরা এ দু'দলের (হিযবুল্লহ ও হিযবুশ শাইত্বন) মধ্যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত?

যদি তোমরা না জেনে থাক, তবে আমি তোমাদের নির্দিষ্ট কিছু সংবাদ নিয়ে এসেছি এখানে। আর নিশ্চয়, আমি প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত সৎ উপদেশ দানকারী ব্যতীত কিছুই নই।

(কবিতা)

'ওহে, আমি যার পরিত্রাণ কামনা করি,

মনোযোগ দিয়ে সতর্ককারী ও সাহায্যকারীর কথা শোনো।'

কোন সন্দেহ নেই, যেসকল ত্বগূত উম্মাহর কেন্দ্রভূমি জাযিরাতুল আরব (এমনকি অপরাপর তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো) শাসন করে তারা মুর্তাদ ও কাফির। তারা কাফির, কেননা তারা আল্লহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা শাসন করে না। তারা কাফির, কেননা তারা আল্লহর শারীয়াহর পরিবর্তে ত্বগূতের রচিত কুফরী আইন এবং মানবরচিত আইনের নিকট বিচার প্রার্থনা করে। তারা কাফির, কারণ তারা আল্লহর শারীয়াহর বিপরীতে সংবিধানের আইন প্রণয়ন করে। তারা কাফির, কেননা তারা নিজেদের জন্য ইলাহের গুণাবলি সাব্যস্ত করে। তারা কাফির, কেননা তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল ঘোষণা করেছে। তারা কাফির, কারণ তারা আল্লহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা কাফির, কারণ তারা মানুষকে আল্লহর দ্বীন থেকে বাধাপ্রদান করে। বাধাপ্রদান করে তাওহীদ এবং ঈমানের থেকেও। তারা কাফির, কেননা আল্লহ যা নাযিল করেছেন তারা তা ঘৃণা করে। তারা কাফির, কারণ তারা আল্লহর দ্বীন এবং তাঁর আউলিয়াদের নিয়ে বিদ্রুপ করে। তারা কাফির, কারণ তারা শির্কে আকবারের অনুমতি ও অনুমোদন প্রদান করে এবং তা পরিবর্তনের চেষ্টাও করে

না, আর না অপর কাউকে তা পরিবর্তনের সুযোগ দেয়! এবং সাম্প্রতিক সময়ে এর উদাহরণ হচ্ছে, মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারায় ঘটে যাওয়া অপবিত্র রাফিদ্বাদের কার্যক্রম।

তারা কাফির কারণ তারা উম্মাহর শত্রু ইয়াহুদি, ক্রুসেইডার ও মুর্তাদদের সাথে মিত্রতা করেছে এবং তাদের আনুগত্য করেছে। আর এসব কারণেই তারা কাফির ও মুর্তাদ। তাদের কুফরের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না, কেবল আল্লাহ যাদের দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি বিলীন করে দিয়েছেন তারা ব্যতীত।

যদি তোমরা (তাদের) এই কুফরী বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনটি সম্পর্কে মতভেদ বা বিতর্ক করতে চাও, তবে এ নাওয়াকিদুল ঈমানের (ঈমান ভঙ্গের কারণ) কোনটি সম্পর্কেই মতভেদ ও তা থেকে এই ত্বওয়াগ্বীতদের নিষ্পাপ প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। বরং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের গোমরাহীর উন্মোচন ও তাদের নিন্দা করা ওয়াযিব। ইবনু হাযার رحمه الله বলেন,

'যখন কোন শাসকের থেকে সুস্পষ্ট কুফর পরিলক্ষিত হয়, তখন আর তার আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক থাকে না। বরং তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সামর্থ্য রাখে, এমন প্রত্যেকের জন্য তা করা ওয়াযিব।'

আন-নওয়ায়ি رحمه الله বলেন, কাদ্বি ইয়াদ্ব رحمه الله বলেছেন, 'উলামাগণ সর্বসম্মতভাবে একমত যে কোন কাফিরকে শাসক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। আর যদি শাসক কাফির হয়ে যায়, তবে তাকে অপসারণ করতে হবে। তিনি বলেন, 'উদাহরণস্বরূপ, যদি সে সলাত কায়েম করা ও আযান দেওয়া (অথবা ইসলামের কোন বিধান) নিষিদ্ধ করে দেয়...'।

(কবিতা)

'এমন শাসকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ো না,

যারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি গাদ্দারি করে,

তারা শাসন করেনি তার দ্বারা,

পরম করুণাময় যা নাযিল করেছেন মোদের তরে।

আল্লহর রসূল আমাদের দিয়েছেন,

মর্যাদা ও ঈমানের দীক্ষা,

তিনি কুফফারদের থেকে সয়েছেন যাতনা,

তবু নরম হননি, দেখাননি কভু দুর্বলতা।

আর তাঁর সাথীদের মতো কে আছে সয়েছে যাতনা ঈমানের তরে,

যারা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ারও পরে,

এই দ্বীনের তরে আমাদের মৃতরা শাহীদ হয়ে বেড়িয়েছে ঘুরে।

তারা ত্বগূতের পরোয়া করতো না,

আর না কখনো তার শাসন নিতো মেনে,

আর আজ আমরাও আল্লহর দ্বীন ব্যতীত কিছুই মানবো না, একথাও নিও জেনে।

আমরা আল্লহর আনুগত্য করি, তাঁর অমান্য করি না, নিহত হলেও তা সুসংবাদ আমাদের,

কুফরের যুগ হয়েছে অবসান,

পুব আকাশে চেয়ে দেখ লালিমা বিজয়ের'।

মুসলিমরা তোমাদের মাঝে ঈমান ও রহমানের সৈন্য হওয়ার কোন আলামতই পায়নি। প্রকৃতপক্ষে তোমরা একজন ক্রুসেইডারের প্রতি তোমাদের একটি বুলেটও ছোঁড়নি। এর পরিবর্তে তোমরা ইয়াহুদি, ক্রুসেইডার ও মুর্তাদ শাসকদের (রক্ষা করার নিমিত্তে) তাদের সামনে নিজেদের বুক চিতিয়ে দিয়েছ। কোথায় তোমরা নিজেদের সৈন্য যাত্রা করেছ আর তোমাদের যুদ্ধ বিমানগুলোই বা কোথায়? কোথায় তোমাদের মিসাইলগুলো? যার মাধ্যমে তোমরা ফিলাস্তিনের ইয়াহুদি অথবা আফগান ও ইরাকের কিংবা নিদেনপক্ষে জাযিরাতুল আরবের ক্রুসেইডারদের দিকে তা

নিক্ষেপ করবে? তোমাদের কাফির সরকার কি অ্যামেরিকান, বৃটিশ ও অপরাপর ক্রুসেইডারদের নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্তে তোমাদের (জাযিরা'র রক্ষী বাহিনীর) অন্তর্ভুক্ত করেনি?

তোমরা কি ইরাক ও আফগান যুদ্ধে অ্যামেরিকার সবচেয়ে বড় সমর্থক, সাহায্যকারী ও নিরাপত্তা প্রদানকারী ছিলে না? বরঞ্চ, তোমরা তো এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছ যে, তোমরা অ্যামেরিকা ও ক্রুসেইডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে চায়, এমন লোকদের কাউকে নিপীড়ন, কাউকে হত্যা কাউকে বা কারাগারে প্রেরণ করছ! ইরাক, আফগান, ফিলাস্তিন, চেচনিয়ার দুর্বল ও মাযলূমদের সাহায্য করার ব্যাপারে তোমাদের শক্তি কোথায় হারিয়ে যায়?

وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ الۡمُسۡتَضۡعَفِیۡنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الۡوِلۡدَانِ الَّذِیۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا ۚۙ وَّ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ نَصِیۡرًا

তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার্থে) জন্য লড়াই করবে না, যারা দু'আ করছে, 'হে আমাদের রব, আমাদের এ যালিম অধ্যুষিত জনপদ হতে মুক্তি দিন, আপনার পক্ষ হতে কাউকে অভিভাবক বানিয়ে দিন এবং আপনার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন'। (সূরা নিসা, আয়াত:৭৫)

মুসলিমরা কি এক উম্মাহ নয়? তারা না এক হাতের ন্যায়? তারা না এক দেহ? যখন শরীরের এক অংশ ব্যথা পায়, তখন গোটা দেহ জ্বর ও নিদ্রাহীনতার মাধ্যমে সাড়া দেয়! তোমাদের মধ্যে এসব কোথায়? তোমরা কি মানুষকে জিহাদের পথ থেকে বাঁধা দিচ্ছ না? তোমরা কি হক্বপন্থি উলামা, মুজাহিদীন এবং দা'ঈদের বন্দি করে তাদের ওপর জঘন্যতম পর্যায়ে অত্যাচার করেনি? কেন তোমরা আরব উপদ্বীপ ও অন্যত্র স্থানের দশ মিলিয়নের অধিক মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছ? ক্ষমতাসীন শাসকদের থেকে কয়েকশো ডলার বেতনের লোভে নয় কি? এসকল শাসকরা আন্দালুসের পূর্ববর্তী শাসকদের নিপীড়নকেও ছাড়িয়ে গেছে। (তোমরাই বলো যে) তোমরা কি আল্লহর পথে লড়াই করছ না-কি ক্ষমতাসীন ত্বগূত শাসকদের জন্য যারা ক্রুসেইডারদের আরব উপদ্বীপ দখলের সুযোগ করে দিয়েছে? কেন তোমরা অ্যামেরিকান ও ক্রুসেইডারদেরকে আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করতে দিলে? অথচ তোমরা নাবি ﷺ তাঁর ইন্তিকাল পূর্ববর্তী সময়ে যা বলেছিলেন, সে সম্পর্কে অবগত! তিনি ইরশাদ ফরমান,

أَخْرِجُوْا الْـمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বের করে দাও। (বুখারি: ৩০৫৩, মুসলিম:১৬৩৭, আহমাদ:১৯৩৫, সুনানু আবু দাঊদ:৩০২৯)

বস্তুত, তোমরা এসব সম্পর্কে জানো এবং এসকল শাসকদের দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কেও তোমরা অন্যান্যদের থেকে অধিক অবগত। আর মার্কিনীরা তোমাদের ভূমিতে অবস্থিত তাদের সেনাঘাঁটিগুলো কীভাবে সর্বত্র মুসলিমদের হত্যায় ব্যবহার করছে – এ বিষয়টিও তোমরা অন্যান্যদের থেকে আরও ভালোভাবে অবগত। আর তোমাদের ও অন্য কারারক্ষীদের হাতে জেলের

অভ্যন্তরে উলামা এবং মুসলিম তরুণদের যেভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতনের শিকার হতে হয় – সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবগত। আর এসবই তোমরা কেবল এজন্য করো যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লহ' এবং তারা আল্লহর রাস্তায় জিহাদ করে!

শাইখ আহমাদ শাকির رحمه الله 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইংরেজ, ফরাসী এবং তাদের মতো অন্যান্যদের সাহায্য করার বিধান' এর শরাহয় বলেন,

'ইংরেজদের কোনরকমের সাহায্য করা, চাই তা যত ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ সাহায্যই হোক না কেন, তা রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ) ও কুফর। এক্ষেত্রে ''ওযর'', ''ভুল বোঝাবুঝি" বা 'অজ্ঞ গোত্রীয়বাদের" (আপন গোত্রের প্রতি আনুগত্য) সুযোগ নেই। আর না "কূটনৈতিক" বা "বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া"র অজুহাত তার কাজে আসবে! এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের নিফাক্ব, চাই তা কোন ব্যক্তি, সরকার কিংবা নেতাই করুক না কেন। এই কুফর ও রিদ্দাহর ব্যাপারে তারা প্রত্যেকেই সমান (অপরাধী বলে বিবেচিত হবে)'।

তিনি আরও বলেন, 'পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের সকল মুসলিমের এ বিষয়টির প্রতি সতর্ক থাকা আবশ্যক যে, যদি সে মুসলিমদেরকে নিজেদের দাসে পরিণত করা বৃটিশ, ফরাসীদের মতো ইসলামের দুশমন বা তাদের মিত্রদের মধ্যে কাউকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করে; তবে সে সলাত আদায় করা সত্ত্বেও তার সলাত বাতিল বিবেচিত হবে। এবং যদিও সে উদ্বু, গোসল অথবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে, তথাপি সে অপবিত্র বলে গণ্য হবে। এমনকি যদিও সে ফরদ্ব বা নফল সওম পালন করে (রোযা রাখে), তার সে সওম কবুল

হবে না। সে যদি হাজ্বও সম্পন্ন করে, তার হাজ্ব কবুল হবে না। যদি সে তার ওপর ফরদ্ব যাকাত অথবা নফল সাদাকা প্রদান করে, তবে তা-ও বাতিল হিসেবে পরিগণ্য হবে। এমনকি সে তার রব্বের (আল্লহর) যে ইবাদাতই করুক, তা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। সে এর কোন প্রতিদানই পাবে না। বরং এটি তার পাপ ও গুনাহর বোঝাই বৃদ্ধি করবে কেবল। প্রত্যেক মুসলিমের জানা উচিত, যে ব্যক্তিই পাপাচারের এই রাস্তায় সওয়ারী হয়, তার সকল নেক আমাল ধ্বংস হয়ে যাবে। তার এমন প্রতিটি ইবাদাত বরবাদ হয়ে যাবে, যা সে রিদ্দাহয় পতিত হওয়ার পূর্বে তার রবের (আল্লহর) উদ্দেশ্যে করেছিল। আর আমরা আল্লহর নিকট আশ্রয় কামনা করি, একজন মুসলিম যে আল্লহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সে কখনোই এমন কাজের সাথে নিজেকে জড়াবে না। কারণ যেকোন আমাল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান অন্যতম শর্ত এবং এটি (ঈমান) দ্বীনের অন্যতম মৌলিক ও অপরিহার্য অংশ। কোন মুসলিমই তা অস্বীকার করতে পারে না'।

(কবিতা)

'ত্বগূতকে ঘৃণা করো, ঘৃণা করো এর অনুসারীদের, অবিশ্বাসের পরিচয় দাও

বাতিল ও শঠতার বিধানের প্রতি, গুঁড়িয়ে দাও তাদের দম্ভ,

এ-তো অর্জন করতে হবে অতি-অবশ্য,

কায়েমের পূর্বে সলাত এবং দ্বীনের বাকি চার স্তম্ভ।

শ্রেষ্ঠ বিচারক করবেন না কবুল আমাল, হোক যতই প্রগাঢ়

যদি না তাওহীদের বন্ধন থাকে সুদৃঢ়।

এজন্যই হাশর হবে চরম আক্ষেপের দিন ত্বগূত এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের তরে,

একে অপরের নিন্দার ফুলি ঝরাবে, অভিসম্পাত করবে আল্লহরই পরে (সামনে)।

তাই ত্বগূতের থেকে বেঁচে থাক, চাও যদি পেতে ফিরে,

ঈমানের থেকে ফেলেছ তোমরা যা হারিয়ে।

অর্জন করো এখনই তা, হওয়ার আগে অনেক দেরী,

ত্বগূতি কুফরি আইনের সলিলে ভাসাও অবিশ্বাসের ফেরী।

শামিল হও সত্যের সেনাদলে, বিজয় এনে দাও হক্কের কাফেলায়,

তুলে ধরো ঈমানের পতাকা সর্বোচ্চ উচ্চতায়।

জেনে রেখ, হকের উপমা এমন এক প্রবল স্রোতের ন্যায়,

রুদ্ধ করা যা সম্ভব নয় কখনো,

থামবে না তা মানব ও জ্বীন জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায়'।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, 'যে ব্যক্তি কারও সাথে কেবল এজন্য মিত্রতা করে যে, সে তারা যাদের সমর্থন করে, সে-ও তাদের সমর্থন করে এবং তারা যাদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে, সে-ও তাদের প্রতি শত্রুতার জানান দেয়, তবে সে শাইত্বনের রাহে যুদ্ধরত তাতারদের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ সে তাদের মতোই)।

আর এরূপ ব্যক্তি আল্লহ তাআলার রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদীনদের মধ্য হতে নয়, আর না সে মুসলিম সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত! এমন ব্যক্তির পক্ষে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। বরং তারা হিযবুশ শাইত্বন'।

তোমাদের বর্তমান পরিস্থিতি কি এমন-ই নয়? যেখানে তোমরা ত্বগূত শাসকদের খাতিরে মিত্রতা ও শত্রুতা প্রদর্শন করো! তারা যার সাথে জোট বাঁধে, তোমরাও তাদের প্রতি ওয়ালা (মিত্রতা) প্রদর্শন কর। আবার যাদের সাথে তারা শত্রুতার প্রদর্শন করে, তোমরাও তাদের সাথেই বারার (শত্রুতা) প্রদর্শন কর; আল্লহর দ্বীনে বৈধতার প্রতি ভ্রুকুটিও প্রদর্শন করো না!

উম্মাহর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহ আক্রমণের শিকার হচ্ছে। নারী ও শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। আল্লহ এবং তাঁর রসূল ﷺ এর অবমাননা করা হচ্ছে। তোমাদের এবং তোমাদের ত্বগূত শাসকদের নিকট কি এর কোন মূল্য নেই? সুতরাং এতদসত্ত্বেও, তোমরাই তারা যারা দুর্বলদের ওপর ত্বগূতি আইন চাপানোর মাধ্যমে মুসলিমদের বাধাপ্রদান কর। এবং তোমরাই তারা যারা মুসলিমদের থেকে জোরপূর্বক কর আদায় করে থাক, যা আমাদের সম্পদ জবরদখল করে রাখা কাফির শাসকদের পকেট ভারী করে। উক্বা ইবনু আমির رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

'জোরপূর্বক ''মাকস'' গ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাহতে প্রবেশ করবে না'।

হাদীসটি আবু দাঊদ, আহমাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন এবং ইবনু খুযাইমা এবং হাকিম এটিকে 'সহীহ' বলেছেন।

আর এই 'মাকস' হলো ট্যাক্স বা কর, যা কর আদায়কারী নিয়ে থাকে। অর্থাৎ (হাদীসের ভাষ্যে উদ্দেশ্য ব্যক্তি হলো) কর আদায়কারী, যেমনটি ইবনু আসীর 'আন-নিহায়া'-তে উল্লেখ করেছেন।

আর তোমরাই যমিনে রিবা (সুদ), বেলাল্লাপনা, মিউযিক এবং দুর্নীতির প্রতিষ্ঠাকে নিরাপত্তা প্রদান কর। তোমরাই তারা, যারা নিজেদের দ্বীনের সুরক্ষায় নিজেদের ভূমি থেকে বিলাদুল হারামাইনে পালিয়ে আসা মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছ। তোমরা তাদের নিকৃষ্টতম শাস্তির শিকার বানিয়েছ। অত:পর পুনরায় তাদেরকে সে দেশের ত্বগূত শাসকদের নিকট ফেরত পাঠাও (যেখান থেকে তারা পালিয়ে এসেছিল)।

মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আল্লহর রসূল ﷺ ইরশাদ ফরমান,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ

দুই শ্রেণির লোক জাহান্নামী রয়েছে যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। (প্রথম শ্রেণি হলো) এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরু পরিচালনা করা লাঠি থাকবে যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে।

এই হাদীসটি আহমাদ, নাসায়ি ও তিরমিযি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

কা'ব বিন উজরাহ رضي الله عنه বলেন,

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنْ الْعَجَمِ فَقَالَ اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ

আল্লহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তার মধ্যে পাঁচ ও চার-এর একটি সংখ্যায় ছিল আরব এবং অপর সংখ্যায় ছিল অনারব। তিনি বলেন, 'শোন, তোমরা শুনে থাকবে যে, আমার পরে (এমন) কতিপয় শাসক আসবে; যারা তাদের নিকট গিয়ে তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিপাদন করবে, আর অত্যাচারে তাদের সাহায্য করবে, আমি তার থেকে নই আর সেও আমার থেকে নয়। সে হাওযে আমার নিকট আসতে পারবে না। আর যারা তাদের নিকট যাবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপাদন করবে না এবং তাদের অত্যাচারে সাহায্য করবে না, সে আমার এবং আমিও তার থেকে, আর সে আমার কাছে হাওযে আগমন করবে'।

এ বিধান যালিম ও ফাসিক মুসলিম শাসকদের বিশ্বাস এবং সহযোগিতার ব্যাপারে। তাহলে যালিম, ত্বগূত ও কাফির শাসকের সহযোগিতার বিধান কী হতে পারে?

নিশ্চয় তোমরা সকালে আল্লহর ক্রোধসহকারে ঘুম থেকে ওঠ এবং আল্লহর আযাব নিয়ে সন্ধ্যায় প্রবেশ কর। আল্লহর রসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

'শেষ যামানায় এই উম্মাহর মধ্যে একদল পুলিশ থাকবে (যাদের হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে)। তারা আল্লহর ক্রোধ নিয়ে সকালে ঘর থেকে বের হবে এবং আল্লহর আযাব নিয়েই বিকাল বেলা ঘরে ফিরবে।' (সহীহুল জামে':৩৫৬০)

তাবারানি ও হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি 'সহীহ' হাদীস।

তোমরা মুনকারাত এবং কবীরা গুনাহে পতিত। তোমরা কুফফারদের সাদৃশ্য অবলম্বন কর এবং সামরিক আদালাতে বিচার প্রার্থনা কর।

(কবিতা)

'হে মানবরচিত ত্বগূতি আইনের ধারক-বাহকরা,

যারা শির্ক ও অবাধ্যতার রক্ষাকারী,

হে শত্রুর তরে ফুলসম সৈন্যরা

যারা ঈমানের বিরুদ্ধে ত্বগূতের ধারালো তরবারি।

হে পুলিশ, শোনো আমার কথা যদি চাও সাফল্য ও তোমার রবের ইহসান,

হে ত্বগূতের শারীয়াহর রক্ষক কারাপালরা,

বাহুতে শেকল শক্তকারী, শোনো

শোনো লুণ্ঠনকারী শাসকের শারীয়াহ সমর্থনকারীরা।

হে ত্বগূতের রক্ষাকারী, মূর্তির বিজয় এনে দেওয়া নিরাপত্তা বাহিনী,

মুমিনদের সাথে ছলনাকারী ত্বগূতি গোয়েন্দা বাহিনীর সমর্থনকারীরা,

অন্তর কলুষিতকারী ও দ্বীনের দুশমনরা,

ত্বগূতের সংবিধান ও মিথ্যাচারের রক্ষকরা,

শোনো কুরআনের শারীয়াহ পরিত্যাগকারী মুর্তাদরা,

যদি তোমাদের আক্কল থাকতো আর জ্ঞানী হতে,

তবে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে না আল্লহর দ্বীনকে।

তোমরা কি বিক্রি করে দিয়েছ রবের দ্বীনকে, গ্রহণ করেছ মতবাদ অপবিত্র আর অহংকারের?

করেছ বিক্রি মা'বুদের দ্বীনকে, আঁকড়ে ধরে বস্তাপচা ত্বগূত আর ইবাদত করে ক্রুশের?'

এবং জেনে রেখ, আল্লহর নিকট অজ্ঞতার দরুন তোমরা পার পাবে না। আর দরবারি উলামা বা অন্য কেউও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। যেদিন তোমরা আল্লহর সামনে দাঁড়াবে, (সে দিনের অবস্থা বর্ণনা করে) আল্লহ আযযা ওয়া যাল ইরশাদ করেন,

يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوۡهُهُمۡ فِی النَّارِ يَقُوۡلُوۡنَ يٰلَيۡتَنَاۤ اَطَعۡنَا اللّٰهَ وَ اَطَعۡنَا الرَّسُوۡلَا

যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম'। (সূরা আহযাব, আয়াত:৬৬)

وَ قَالُوۡا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوۡنَا السَّبِيۡلَا

তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'। (সূরা আহযাব, আয়াত:৬৭)

رَبَّنَاۤ اٰتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ الۡعَذَابِ وَ الۡعَنۡهُمۡ لَعۡنًا كَبِيۡرًا

(তারা আরও বলবে) 'হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বেশী করে লা'নত করুন'। (সূরা আহযাব, আয়াত:৬৮)

আল্লহ তাআলা আরও বলেন,

وَ لَوۡ تَرٰۤی اِذِ الظّٰلِمُوۡنَ مَوۡقُوۡفُوۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚۖ يَرۡجِعُ بَعۡضُهُمۡ اِلٰی بَعۡضِ ِۣ الۡقَوۡلَ ۚ يَقُوۡلُ الَّذِيۡنَ اسۡتُضۡعِفُوۡا لِلَّذِيۡنَ اسۡتَكۡبَرُوۡا لَوۡ لَاۤ اَنۡتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِيۡنَ

আর তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে, যখন তাদের রবের কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম'। (সূরা সাবা, আয়াত:৩১)

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ

যারা অহঙ্কারী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের বলবে, 'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'। (সূরা সাবা, আয়াত:৩২)

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ نَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًاؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَؕ وَ جَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আর যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা, অহঙ্কারীদের বলবে, 'বরং এ ছিল তোমাদের দিন-রাতের চক্রান্ত, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করি'। আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে। আর আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। তারা যা করত কেবল তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, আয়াত:৩৩)

তোমাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লহ আযযা ওয়া যাল ইরশাদ করেন,

وَ قَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ * اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

আর তারা বলে, 'পরম করুণাময় আল্লহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না'। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, তারা কেবল মনগড়া কথা বলছে। (সূরা যূখরুফ:২০)

আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? (সূরা যূখরুফ, আয়াত:২১)

بَلۡ قَالُوۡۤا اِنَّا وَجَدۡنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤی اُمَّۃٍ وَّ اِنَّا عَلٰۤی اٰثٰرِهِمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ

বরং তারা বলে- আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালনরত পেয়েছি আর আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত হয়েছি। (সূরা যূখরুফ, আয়াত:২২)

وَ كَذٰلِکَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ فِیۡ قَرۡیَۃٍ مِّنۡ نَّذِیۡرٍ اِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوۡهَاۤ ۙ اِنَّا وَجَدۡنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤی اُمَّۃٍ وَّ اِنَّا عَلٰۤی اٰثٰرِهِمۡ مُّقۡتَدُوۡنَ

আর এভাবেই তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার সমৃদ্ধশালীরা বলেছে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব'। (সূরা যূখরুফ, আয়াত:২৩)

قٰلَ اَوَ لَوۡ جِئۡتُکُمۡ بِاَهۡدٰی مِمَّا وَجَدۡتُّمۡ عَلَیۡهِ اٰبَآءَکُمۡ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ کٰفِرُوۡنَ

প্রত্যেক সতর্ককারীগণ বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে যে ধর্মমতের ওপর পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট দ্বীব আনয়ন করি (তবুও কি তোমরা তাদেরই অনুসরণ করবে)? তারা বলতো, 'তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'। (সূরা যূখরুফ, আয়াত:২৪)

فَانۡتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَانۡظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الۡمُکَذِّبِیۡنَ

অতঃপর আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, এখন দেখ, মিথ্যুকদের পরিণতি কী হয়েছিল। (সূরা যূখরুফ, আয়াত:২৫)

আর তোমাদের বেতন ও অপরাপর অজুহাতও তোমাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। আল্লহ আযযা ওয়া যাল ইরশাদ ফরমান,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমালের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। (সূরা হূদ, আয়াত:১৫)

اُولٰٓئِکَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করতো, তা সম্পূর্ণ বাতিল। (সূরা হূদ, আয়াত:১৬)

কতদিন এই ত্বগূত সরকার তোমাদের বিভ্রান্ত করবে এবং এ বলে ধোঁকা দিবে যে, 'তোমরা মুজাহিদ এবং মারা গেলে তোমরা শাহীদের মর্যাদা লাভ করবে'? যদি সত্যিই তোমরা শাহীদ হতে তবে কেন তারা তোমাদের মৃতদেহ গোসল দেয়, কাফন পরায় ও জানাযার সলাত আদায় করে? অথচ শাহীদকে গোসল দেওয়া হয় না, কাফন পড়ানো হয় না আর না তার জানাযার সলাত আদায় করা হয়! বরং তারা শাহীদ হওয়ার সময় যে কাপড় পরিধানে ছিল, সে কাপড়েই তাকে কবরস্থ করা হয়।

(কবিতা)

'ময়দানে আমরা মুখোমুখি হয়েছি, তুমি ছিলে আমার বর্শার নিশানায়,

(নিহত হওয়ার পর) দুনিয়াতে শাহীদ হিসেবে ডাকা হয়েছে তোমায়।

হারিয়েছ তুমি দুনিয়া, দ্বীন বিক্রি করেছ যার তরে,

ত্বগূতের সন্তুষ্টি লাভে এগিয়ে গেলে, যে তোমায় দেখালো নিহত হওয়া তোমার ওপর ওয়াজিব (আসাবিয়্যাহর খাতিরে)।

তুমি তাদের জুতা ছাড়া কিছু নও, পরিধান শেষে যাকে ছুঁড়ে মারে,

নতুন জুতো কেনা তার কষ্টসাধ্য নয়, তোমার প্রয়োজন ফুরালে।

তুমি নও কিছু তার ষড়যন্ত্রের গিনিপিগ ছাড়া,

ইতোপূর্বে যারা ছিল তোমাস্থলে, এখন দেখ কোথা তারা।

মুজাহিদীনরা যেখানেই গিয়েছে,

দেখেছে ইতোপূর্বে তোমার মতো কতশত,

আর বিশ্বাসঘাতক মার্কিনীরা ওঁত পেতে আছে এথা,

তাদের নাম ন্যাটো, যারা (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে রত।

রুশ ভল্লুকের পূর্বে আমাদের ওপর যূলমকারী ছিল চেচনিয়া,

মনোযোগ দিয়ে শোনো সতর্ককারীর কথা।

শ্যারনও [১] করতে পারেনি ইয়াসির করেছে যা,

তার অন্তর ছিল মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষে ভরা,

জাযিরাতুল আরবের মুজাহিদীনরা মুর্তাদ শাসকের সেনাদের মুখোমুখি হয়েছিল,

যে শাসকদের সাহায্য করেছে যুগের হুবাল অ্যামেরিকা'।

প্রকৃতপক্ষে, আজকের খুতবাহয় আমি সকল সরকারী সেক্টরের সাথে যুক্ত প্রত্যেককে নির্দেশ করছি। তোমরা প্রত্যেকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছ। আর তোমরা প্রত্যেকেই (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) মুর্তাদ শাসক ও ক্রুসেইডারদের সাহায্য-সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছ। নিশ্চয় আমি একজন বিশ্বস্ত সদুপদেশ দানকারী। তোমরা তাওবাহ করো এবং তোমাদের রব আল্লহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, কেননা এটি একটি গুরুতর বিষয়। হয় ইসলাম অথবা শির্ক; হয় ইমান, অন্যথা কুফর (এবং এর মাঝামাঝি কিছু নেই)। সুতরাং যদি তোমরা এমনটি করতে থাক, তবে এর মাধ্যমে তোমাদের ওপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দাওয়াহ-ও তোমাদের নিকট পৌঁছেছে।

وَ مَنۡ یَّتَوَلَّهُمۡ مِّنۡکُمۡ فَاِنَّهٗ مِنۡهُمۡ

আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। (সূরা মায়িদা, আয়াত:১২০)

তোমাদের রিদ্দাহ ও কুফর ফাঁস করে উলামাগণ তোমাদের বিরুদ্ধে এখন অবধি বহু কিতাব লিখেছেন ও বহু ফাতাওয়্যাহ দিয়েছেন। অতএব, নিজেদের দ্বীনের প্রতি যত্নশীল হও এবং ঈমান ও রহমানের সৈন্যদের সারিতে যোগ দাও। শাইত্বনের অনুসারী ত্বগূত ও সীমালঙ্ঘনকারীদের সৈন্য হয়ো না।

হে আল্লহ, চিরঞ্জীবী ও রিযিকদাতা, জগতসমূহের অধিপতি, আপনার দ্বীন ইসলাম ও এর অনুসারীদের সম্মানিত করুন, শির্ক ও মুশরিকদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিন এবং আপনার ও আপনার দ্বীনের দুশমনদের ধ্বংস করুন। হে আল্লহ, আমাদের সামনে হক্ক উন্মোচন করে দিন এবং আমাদেরকে হক্কের অনুসারী হিসেবে কবুল করুন। আমাদের সামনে বাতিলের স্বরূপ উন্মোচন করে দিন এবং এর থেকে বেঁচে চলার তাওফীক দিন।

(কবিতা)

'হে রব, আমাদের তানযীমসমূহের সর্বোত্তম যারা, পথভ্রষ্ট ও শাইত্বনের তানযীমসমূহের বিরুদ্ধে তাদের দান করুন নুসরাহ। হে রব, আমাদের মধ্যে মন্দ যারা, তাদের কুরবানি কবুল করুন, সর্বোত্তম ও কুরআনের সৈনিকদের তরে'।

আর আল্লহই ভালো জানেন। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নাবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

[১]শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ফিতনা 'মডারেট ইসলাম'। আর এই মডারেট ইসলামের প্রবক্তা ও সারাবিশ্বে এই মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্তে কাজ করছে 'RAND Corporation' নামে অ্যামেরিকান ইন্টিলিজেন্স। এই কর্পরেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'Civil Democratic Islam' নামক বইয়ের লেখক শ্যারল বার্নাড। উক্ত বইয়ে লেখিকা মুসলিমদের তিনভাগ করেন ও মৌলবাদী তথা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী প্রকৃত মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের শনাক্তকরণে বেশকিছু ইন্ডিকেটর উল্লেখ করেন; অথচ তা ইসলামের একেবারে মৌলিক বিধান। পাশাপাশি মডারেট ইসলাম নামক কুফরী মতবাদ মুসলিম বিশ্বে

ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বেশকিছু পয়েন্ট উল্লেখ করেন। বিস্তারিত জানতে ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকি رحمه الله এর 'Battle of Hearts and Mind' দ্রষ্টব্য — অনুবাদক।